মেহেরপুরে অভিযান করোনাভাইরাস প্রতিরোধের জনসমাগম ঠেকাতে

করোনা ভাইরাসবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের জনসমাগম ঠেকাতে মেহেরপুরে অভিযান শুরু হয়েছে। বুধবার দুপুরের দিকে সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ মাইনউদ্দিন এর নেতৃত্বে এ অভিযান শুরু করা হয়।

শহরের কোর্ট এলাকা থেকে শুরু করে প্রধান সড়কের বড়বাজার এবং কাথুলী সড়কে অভিযান চালানো হয়। অভিযান চলাকালে সড়কের দুই পাশে কয়েকটি স্থানে শ্রমিকরা দলবদ্ধভাবে কাজ করার সময় সেখানে বাধা দেওয়া হয় এবং কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়।

একই সাথে একই স্থানে পাঁচ জনের অধিক লোক থাকলে সেখান থেকে তাদেরকে সরানো হয়েছে। অভিযান চলাকালে পুলিশের একটি দল সেখানে উপস্থিত ছিল এবং ডিবির একটি দল একইসাথে তাদের অভিযান পরিচালনা করেন। দিনের শুরুতে মেহেরপুর শহরের প্রধান সড়কগুলোতে ইজিবাইকের দেখা মিললেও দুপুরের পর থেকে ইজিবাইক চলাচল কম করতে দেখা গেছে।

বাড়িতে কোয়ারেন্টিনে থাকা বৃদ্ধের মৃত্যু সিলেটে

সিলেট নগরের নিজ বাড়িতে কোয়ারেন্টিনে থাকা এক বৃদ্ধ (৬৫) মারা গেছেন। গত মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে তিনি মারা যান। তবে তিনি করোনা আক্রান্ত নন বলে জানিয়েছেন সিলেটের সিভিল সার্জন।

ওই বৃদ্ধ নগরেরই বাসিন্দা। সম্প্রতি তাঁর ছেলে যুক্তরাজ্য থেকে দেশে এসেছিলেন।

সিলেট সিভিল সার্জন ও জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, এই ব্যক্তি কিডনির জটিলতায় ভুগছিলেন। তাঁর নিয়মিত ডায়ালাইসিস করাতে হতো। ১৪ মার্চ তাঁর ছেলে যুক্তরাজ্য থেকে দেশে ফেরেন। পরে প্রবাসী ছেলে

তাঁকে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা করান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে বাড়িতে কোয়ারেন্টিনে (পৃথক কক্ষে রাখা) রাখার পরামর্শ দেন।

সিলেট জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মেজবাহ উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, ‘মারা যাওয়া ব্যক্তি হোম কোয়ারেন্টিনে ছিলেন। তাঁর ছেলেরও হোম কোয়ারেন্টিনে থাকার কথা। কিন্তু তিনি যুক্তরাজ্যে ফিরে গেছেন। আমরা পর্যবেক্ষণকালেও নির্দেশনা দিয়ে এসেছি।’

সিলেটের সিভিল সার্জন প্রেমানন্দ মণ্ডল বলেন, মারা যাওয়া ব্যক্তি ডায়ালাইসিসের রোগী ছিলেন। নিজ বাড়িতে কোয়ারেন্টিনে ছিলেন। এখন শুধু তিনি নন সারা দেশ কোয়ারেন্টিনে রয়েছে। তিনি করোনা আক্রান্ত ছিলেন না, দাফনের ব্যবস্থা করবেন পরিবারের সদস্যরা।

নিউইয়র্কে করোনাভাইরাসে ৪ বাংলাদেশির মৃত্যু

নিউইয়র্কে করোনাভাইরাসে ২৪ ঘণ্টায় ৪ বাংলাদেশির মৃত্যু প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে নিউইয়র্কে মঙ্গলবার দুই নারীসহ চারজন মারা গেছেন।

এদের মধ্যে- এলমাস্ট হাসপাতালে ৬০ বছরের আবদুল বাতেন, ৭০ বছরের নূরজাহান বেগম ও ৪২ বছরের এক নারী এবং প্লেইনভিউ হাসপাতালে ৫৯ বছরের এটিএম সালাম।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। নিউইয়র্কে ওই চারজনসহ আট বাংলাদেশি মারা গেছেন করোনাভাইরাসে।

আবদুল বাতেনের বাড়ি নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি, তিনি ব্রুকলিনে বসবাস করতেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মৃত ৪২ বছরের নারীর বাড়ি মৌলভীবাজার জেলায়, তিনি এস্টোরিয়ায় বসবাস করতেন।

রংপুরের এটিএম সালাম ছিলেন ওয়েস্টর বে লং ল্যান্ড এলাকায়। ঢাকার মোহাম্মাপুরের নূরজাহান বাস করতেন এলমাস্ট এলাকায়।

মৃতের স্বজনরা আগে এক দিনে লাশ হাতে পেতেন। এখন হাসপাতালগুলোর ব্যাস্তরার জন্য ২ দিন সময় লাগছে।

বোর্ড অব ইলেকশনের সদস্য মাজেদা আক্তার বলেন, মেয়র অফিস থেকে আমাদের জানানো হয়েছে আক্রান্তদের বেশিরভাগই ট্যাক্সিচালক এবং ডেলিভারি কাজে নিয়োজিত কর্মী।

তাদের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যরাও আক্রান্ত হয়েছেন। মাজেদা আক্তার আরও বলেন, আমরা যারা বাংলাদেশি কমিউনিটির উন্নয়নের জন্য কাজ করি, তাদের মেয়র অফিসে থেকে জানানো হয়েছে– বাংলাদেশি মানুষের মৃত্যু সংবাদগুলো।

আরও বলা হয়েছে, আমরা বাংলাদেশিদের যেন এই ভাইরাস সম্পর্কে আরও সতর্ক করি। বাইরে অযথা ঘোরাফেরা না করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে প্রত্যকেকে।

২৩ মার্চ মারা গেছেন ৩৮ বছরের আমিনা ইন্দ্রালিব তৃশা এবং ৬৯ বছরের মোহাম্মদ ইসমত। আগের সপ্তাহে মারা গেছেন মোতাহের হোসেন ও মোহাম্মদ আলী নামের দুই বাংলাদেশি।

সূএ যুগান্তর

২৪ ঘণ্টায় মেহেরপুরে কোয়ারান্টিনে ১১৫ জন

নভেল করোনাভাইরাসের প্রকোপে গেলো ২৪ ঘণ্টায় মেহেরপুর জেলার ৩ টি উপজেলায় ১১৫ জন বিদেশ থেকে আসা কোয়ারেন্টিনে ভর্তি হয়েছেন। মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা গেছে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ১৬ জন গাংনী উপজেলায় ৯১ জন এবং মুজিবনগর উপজেলায় ৮ জন কোয়ারান্টিনে ভর্তি হন ।
এ নিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় মোট ৩০৪ হোম কোয়ারেন্টিনে

আছে। এদিকে এখন পর্যন্ত মোট ৭০ জনকে কোয়ারেন্টি থেকে ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে বলে স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা গেছে।

করোনায় চীনের সহায়তা আসছে ২৬ মার্চ

করোনাভাইরাস মোকাবেলায় চীন বাংলাদেশকে যে সহায়তা দেয়ার ঘোষণা দিয়েছিল, সেটি আসছে আগামী ২৬ মার্চ।

মঙ্গলবার সকালে ঢাকায় চীনা দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন এবং কাউন্সেলর ইয়ান হুয়ালং এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছেন।

ঢাকাস্থ চীনের দূতাবাস এক বিবৃতিতে এ ইস্যুতে দেশটি প্রেসিডেন্টের অঙ্গীকারের কথা জানানো হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, চীনা দূতাবাস বাংলাদেশি সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে জানিয়েছে যে, চীন আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ বাংলাদেশিদের জন্য বিপুলসংখ্যক টেস্ট কিটসহ জরুরি চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেগুলো ২৬ মার্চ চীন সরকারের বিশেষ বিমানে ঢাকায় আসবে। মহামারী রোধে চীন বরাবরই বাংলাদেশের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অংশীদার ছিল এবং থাকবে বলেও অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয় বিবৃতিতে।

চীনের সহায়তার মধ্যে রয়েছে- কিট, সার্জিক্যাল এনরেসপিরেটর, চিকিত্সা পোশাক এবং এক হাজার ইনফ্রারেড থার্মোমিটার।

চীনের হুবেইপ্রদেশের উহান শহর থেকে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে করোনাভাইরাস। এ ভাইরাসে এখন পর্যন্ত ১৬ হাজার ৬০০ মারা গেছেন। আক্রান্ত হয়েছেন সাড়ে তিন লাখেরও বেশি মানুষ। বাংলাদেশে থাবা বসিয়েছে করোনা। এখন পর্যন্ত ৩৩ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন। মারা গেছেন অন্তত তিনজন। করোনাকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মহামারী হিসেবে ঘোষণা করেছে।

সুত্র-যুগান্তর

বিশ্বজুড়ে যুদ্ধবিরতির জরুরি আহ্বান জাতিসংঘ মহাসচিবের

করোনাভাইরাসের মহামারী থেকে সংঘাতকবলিত অঞ্চলের বেসামরিক মানুষকে রক্ষায় অবিলম্বে বিশ্বজুড়ে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস।

নিউইয়র্কে সংস্থাটির সদর দফতরে সোমবার এক ভাষণে তিনি এ আহ্বান জানান। খবর এএফপির।

জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস বলেন, সশস্ত্র সংঘাতকে এখন লকডাউনে পাঠানোর এবং আমাদের জীবন রক্ষায় সত্যিকার লড়াইয়ে মনোনিবেশের সময়।

তিনি বলেন, বন্দুকের গর্জন থামান, বোমাবর্ষণ ও বিমান হামলা বন্ধ করুন। সংঘাত বন্ধ থাকলে জীবন রক্ষাকারী ত্রাণ পাঠানোর পথ সুগম হবে।

বিশ্বজুড়ে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা তিন লাখ ৭৮ হাজার ছাড়িয়েছে।

মৃতের সংখ্যা পৌঁছেছে ১৬ হাজার ৫১৪ জনে। ১০ বছর ধরে গৃহযুদ্ধকবলিত সিরিয়ায় এই ভাইরাসে প্রথমবারের মতো এক আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে।

এ ছাড়া ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো ও যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানেও মারাত্মক ছোঁয়াচে ভাইরাসটির উপস্থিতি নিশ্চিত

হওয়া গেছে।

বিশেষজ্ঞ ও কূটনীতিকদের আশঙ্কা– সংঘাতকবলিত দেশগুলোর ভঙ্গুর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কারণে ভাইরাসটি মারাত্মক রূপ নিতে পারে। এ কারণে প্রাণঘাতী এ ভাইরাস মোকাবেলায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে বললেন।

সুত্র-যুগান্তর

মালয়েশিয়ায় হোম কোয়ারেন্টিনে আজহারী

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে মালয়েশিয়ায় স্বেচ্ছায় হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন বর্তমান সময়ের আলোচিত ইসলামী বক্তা মিজানুর রহমান আজহারী।

সোমবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক স্ট্যাটাসে তিনি এ কথা জানিয়েছেন।

করোনা থেকে বাঁচতে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে আজহারী বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে গত আট দিন ধরে স্বেচ্ছায় পুরোপুরিভাবে বাসায় অবস্থান করছি। এর মধ্যে একবারের জন্যও বাইরে বের হইনি।

তিনি বলেন, সব সালাত ঘরে জামাতে আদায় করেছি। বর্তমান সময় এর চেয়ে ভালো কাজ আর হতে পারে না। তাই সবাইকে বলছি– প্লিজ প্লিজ সবাই ঘরে থাকুন। এটিই এখন সবচেয়ে বড় মহৌষধ।

আজহারী বলেন, আতঙ্কিত না হয়ে সাবধানতা অবলম্বন করুন। সরকারের একার পক্ষে এই মহামারী থেকে উত্তরণ সম্ভব নয়। সবার ঐকান্তিক

সদিচ্ছা ও সহযোগিতা দরকার। জরুরি বাজারসদাই কিনে এনে যথাসম্ভব পরিবারের সদস্যসহ নিজ নিজ বাসায় অবস্থান করুন।

‘সামাজিক মেলামেশা, জনসমাগম পরিহার করুন। ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও হাঁচি-কাশি দেয়ার শুদ্ধাচার মেনে চলুন। জরুরি প্রয়োজনে ঘরের বাইরে গেলে, ফিরে এসেই ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিন। এ নিয়মগুলো মেনে চলাই হচ্ছে এখন ফরজে আইন।’

করোনাভাইরাসে বৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি হওয়ায় তাদের এক্সট্রা কেয়ার নেয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

সুত্র-যুগান্তর

করোনায় দেশজুড়ে কারফিউ জারি করলেন সৌদি বাদশাহ

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধ করতে সৌদি আরবজুড়ে কারফিউ জারির নির্দেশ দিয়েছেন বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ। যা সোমবার সন্ধ্যা থেকে কার্যকর করা হবে।

আরব নিউজ ও সৌদি গেজেটের খবরে এমন তথ্য জানা গেছে। দেশটির রাজকীয় আদালতের একটি বিবৃতি সৌদি সংবাদ সংস্থায় প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বলা হয়, সন্ধ্যা সাতটা থেকে ভোর ছয়টা পর্যন্ত এই কারফিউ কার্যকর হবে।

হিজরি বর্ষপঞ্জির ১৪৪১ সালের ২৮ রজব থেকে আগামী ২১ দিন এই কারফিউ কার্যকর থাকবে। অর্থাৎ গ্রিগরি ক্যালেন্ডার অনুসারে ২৩ মার্চ থেকে যা কার্যকর থাকবে।

রোববার সৌদিতে নতুন করে ১১৯ করোনাভাইরাস রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে উপসাগরীয় দেশটিতে সর্বমোট ৫১১ জনের শরীরে প্রাণঘাতী এই ভাইরাস ধরা পড়ে।

নিজেদের নিরাপত্তার জন্যই কারফিউ চলাকালে নাগরিক ও বাসিন্দাদের ঘরে অবস্থান করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

কারফিউর নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে বলেও বিবৃতিতে জানানো হয়। এতে সব সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করতেও বলা হয়েছে।

তবে কয়েকটি খাতের শ্রমিকরা এই কারফিউর বিধিনিষেধের বাইরে থাকবেন। নিবৃত্তিমূলক সময়েও যেসব সরকারি ও বেসরকারি খাতের কাজ অব্যাহত চালিয়ে যেতে হবে, সেই সব খাতের শ্রমিকরা এই কারফিউর বাইরে থাকবেন।

সুত্র-যুগান্তর

করোনায় ইতালিতে ২৪ ঘণ্টায় আরও ৬৫১ জনের মৃত্যু

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে ইতালিতে ২৪ ঘণ্টায় রোববার আরও ৬৫১ জন মারা গেছেন। এনিয়ে দেশটিতে মোট মৃতের সংখ্যা ৫ হাজার ৪৭৬ জনে দাঁড়িয়েছে। যা শনিবার পর্যন্ত ছিল ৪ হাজার ৮২৫ জন।

এরফলে মৃত্যু আতংকে গোটা ইতালি। বাড়ছে জনমনে উৎকন্ঠা। দিনের পর দিন দেশটি ভয়াবহ অবস্থার দিকে যাচ্ছে।

ইতালি সরকার করোনা মোকাবেলায় সর্বোচ্চ চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ফলে জরুরি অবস্থা অব্যাহত রয়েছে। চলাফেরাও সীমিত করা হয়েছে। তবুও যেন মৃত্যু থামছে না, হুহু করে বেড়েই চলেছে। করোনার ভয়ানক আঘাতে দিনদিন দেশটি মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত হয়েছে।

একদিনে নতুন করে আক্রান্ত ৫ হাজার ৫৬০ জন। এর আগে ৬ হাজার ৫৫৭ জন

ছিলেন। যার ফলে দিনের পর দিন জনগণের মাঝে আতংক ও উৎকন্ঠা

বেড়েই যাচ্ছে। ভয় ও আতংকের মধ্যে দিন যাপন করছেন ইতালিয়ান, বাংলাদেশিসহ অন্যান্য অভিবাসীরা।
গুরুতর অসুস্থ রোগীর সংখ্যা ৩ হাজার। সুস্থ হয়েছেন ৭ হাজার ২৪ জন। যা আগের দিন ছিল ৬ হাজার ৭২ জন। দেশটিতে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা ৪৬ হাজার ৬৩৮ জন। যা আগে ছিল ৪২ হাজার ৬৮১ জন। এনিয়ে দেশটিতে মোট আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫৯ হাজার ১৩৮ জন। যা শনিবার ছিল ৫৩ হাজার ৫৭৮ জন।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী জুসেপ্পে কোন্তি করোনা সংকট নিরসনে বিভিন্ন পদক্ষেপ অব্যাহত রেখেছেন। প্রতিদিন জনগণকে সচেতন ও মনোবল বৃদ্ধি করতে ভাষণ দিচ্ছেন। দেশের জনগণের আর্থিক সমস্যা মেটাতে ভিন্ন ভিন্ন খাতে বরাদ্দ দিচ্ছেন। এ পর্যন্ত প্রায় ৩৫০ বিলিয়ন ইউরো বরাদ্দ দিয়েছেন। ইউরোপে এখন পর্যন্ত রেকর্ড সংখ্যক মৃত্যুর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ইতালির উত্তরাঞ্চলীয় শহর লম্বার্ডিয়ায়। করোনাভাইরাসে কমপক্ষে ১৮ জন চিকিৎসক মারা গেছেন দেশটিতে।

.

সুত্র-যুগান্তর

করোনায় বাড়ছে লাশের সারি প্রাণহানি ১৩০০০, আক্রান্ত ৩ লাখ

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে বাড়ছে মৃত্যুর মিছিল। এখন পর্যন্ত ১৩ হাজার ১৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যা তিন লাখ নয় হাজার ৩৩ জনে পৌঁছেছে। এছাড়া আক্রান্ত আরও ৯৩ হাজার ৭৫১ জন সুস্থ হয়ে ইতোমধ্যে বাড়ি ফিরেছেন। নেদারল্যান্ডসভিত্তিক বার্তা সংস্থা বিএনও নিউজের প্রতিবেদনে এ খবর দেয়া হয়েছে।

করোনাভাইরাস বিশ্বের ১৮৮টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। নানা ধরনের কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার পরও নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না এই মহামারী। কিউবাসহ বেশ কয়েকটি দেশ করোনার প্রতিশেধক তৈরির কথা বললেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে এমন কোনো ঘোষণা আজ পর্যন্ত দেয়া হয়নি। যে কারণে আতঙ্ক আরও বেড়ে গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রেন জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান সামনে এনে কাতারভিত্তিক প্রভাবশালী গণমাধ্যমক আলজাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে করোনায় মৃত্যুর মিছিল এ পর্যন্ত ১৩ হাজার ছাড়িয়েছে। আর আক্রান্ত হয়েছেন ৩ লাখ ৪ হাজার ৫০০ মানুষ। সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৯২ হাজার মানুষ।

করোনাভাইরাসের সুতিকাগার চীন পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলেও ইতালি, ইরান, স্পেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্রসহ আরো অনেক দেশের অবস্থা নিয়ন্ত্রণহীন।

এর মধ্যে ইউরোপে বাড়ছে মৃত্যুর মিছিল। এর মধ্যেই গত ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ড ৭৯৩ জনের মৃত্যু হয়েছে ইতালিতে। এটিই এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাসে সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর খবর। এর ফলে ইতালিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে চার হাজার ৮২৫ জনে। সেখানে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৫৩ হাজার ৫৭৮ জন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেনা মোতায়েন করেছে ইতালির সরকার।

যুক্তরাজ্যে সব ক্যাফে, বার ও রেস্তোরাঁ বন্ধ করা হয়েছে। করোনাভাইরাসের কারণে যারা কর্মস্থলে যোগ দিতে পারছেন না, তাদের বেতনের ৮০ শতাংশ সরকারের পক্ষ থেকে দেয়া হবে বলে ঘোষণা দেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন।

করোনায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে মধ্যেপ্রাচ্যের দেশ ইরান। দেশটিতে প্রতি দুই মিনিটে একজন মানুষ মারা যাচ্ছেন। ইরান সরকারের হিসাব অনুযায়ী, দেশটিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক হাজার ৫৫৬ জনে।

করোনা থাবা বসিয়েছে বাংলাদেশেও। ৮ মার্চ প্রথম করোনা সংক্রমণ ধরা পরার পর এ পর্যন্ত ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছেন অন্তত ২৪ জন। বহু মানুষ কোয়ারেন্টাইনে আছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রয়োজনে লকডাউনের পরামর্শ দিয়েছেন দেশজুড়ে।

সুত্র-যুগান্তর